সারসংক্ষেপ প্রতিবেদন

অংশগ্রহণ কমিটির সভার কার্যবিবরণী থেকে অর্জিত শিক্ষা

জয়েন্ট এথিক্যাল ট্রেডিং ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশ

Ethical Trading Initiative

UKaid from the British people

বাংলাদেশের অর্থনীতি তৈরি পোশাক শিল্পের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। কিন্তু প্রচুর সংখ্যায় অদক্ষ শ্রমিক, সক্ষমতার চেয়ে বেশি উৎপাদন লক্ষ্য এবং বাজারের চালিকাশক্তিসমূহ উৎপাদনের চাপ বাড়িয়েছে, মজুরী কমিয়েছে এবং ঝুঁকিপূর্ণ কর্মপরিবেশ সৃষ্টিতে অবদান রেখেছে। শিক্ষা ও অধিকার সচেতনতার অভাবের সাথে চাকরির নিরাপত্তাহীনতা, শ্রমিক প্রতিনিধিত্বের অভাব এবং জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার বিষয়গুলো অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে শ্রমিকের কথা বলার অধিকারের ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতাগুলো তৈরি করেছে।

এই প্রেক্ষাপটে জয়েন্ট এথিক্যাল ট্রেডিং ইনিশিয়েটিভ ২০১৫ সাল থেকে সামাজিক সংলাপ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এপর্যন্ত এথিক্যাল ট্রেডিং ইনিশিয়েটিভ (ইটিআই)-এর ১৮ টি সদস্য ব্রান্ডের পণ্য সরবরাহকারী ৭৭টি কারখানায় এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এই কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে প্রশিক্ষণের মধ্যদিয়ে ব্যবস্থাপক, সুপারভাইজার এবং নির্বাচিত শ্রমিক প্রতিনিধিদের বাংলাদেশের শ্রম আইন এবং কমিটির প্রতিনিধি হিসেবে তাদের দ্বায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে স্বচ্ছতর ধারণা দেয়া। সেই সাথে যোগাযোগ দক্ষতাসহ কর্মস্থলের বিভিন্ন বিষয়ে অভিযোগ প্রদান ও গ্রহণের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

কার্যকর ট্রেড ইউনিয়নের অনুপস্থিতিতে (মাত্র ৭.২% তৈরি পোশাক শ্রমিক ইউনিয়নে অংশগ্রহণ করেন), অংশগ্রহণকারী কমিটি ব্যবস্থাপক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আলোচনার একটি প্লাটফরম হিসেবে কাজ করে। পঞ্চাশ জনের বেশি শ্রমিক কাজ করেন, এরকম কারখানায় অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠনের আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে। অংশগ্রহণকারী কমিটির যেহেতু সম্মিলিত দরকষাকষির চুক্তি করার মতো দরকষাকষি করার ক্ষমতা নেই, সেজন্যে এটা ট্রেড ইউনিয়নের বিকল্প নয়। তবুও, সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও, অংশগ্রহণকারী কমিটিকে সচল/ কার্যকর করা গেলে সেটা কর্মস্থলে যোগাযোগের শূণ্যতা পূরণ করার ক্ষেত্রে এবং পারস্পরিক আস্থার পরিবেশ সৃষ্টিতে, এমনকি সফলভাবে শ্রম অসন্তোষ কমানোর ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে।

সামাজিক সংলাপ পরিচালনার জন্য অংশগ্রহণকারী কমিটির দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করার অংশ হিসেবে এই কর্মসূচির পক্ষ থেকে সভার কার্যবিবরণীর একটি ছক প্রদান করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্যদের কার্যকর কার্যবিবরণী নথিবদ্ধ করার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সভার কার্যবিবরণী যেহেতু সভার আলোচিত বিষয়ের, গৃহীত পদক্ষেপের এবং সম্ভাব্য দ্বন্দ্ব নিরসনের লিখিত দলিল, কার্যবিরণীগুলো কর্মস্থলের বিভিন্নপক্ষের মধ্যে সংলাপের অগ্রগতি পরিমাপের ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ রেফারেন্স হিসেবে ভূমিকা পালন করে। সভার কার্যবিবরণীর জন্য একটি ভালো ছক ব্যবহার করলে এবং বিবরণীগুলো ভালোভাবে লেখা হলে সেগুলো নির্ধারিত করণীয়সমূহের ভবিষ্যৎ রেফারেন্স হিসেবে কাজ করে এবং কর্মক্ষেত্রে পরবর্তী যোগাযোগের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

প্রকল্প পরিচিতি

ইটিআই হলো সামাজিক সংলাপ (এসডি) কর্মসূচির সূচনাকারী একটি সহযোগিতামূলক উদ্যোগের অংশ, যা তৈরি পোশাক (আরএমজি) খাতের বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইনের কর্মস্থল-ভিত্তিক সমাধানগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য নিম্ন আয়ের শ্রমিকদের ক্ষমতায়ন করে থাকে। এসব কার্যক্রমের লক্ষ্য হলো শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মধ্যে সংলাপে উন্নতি ঘটানো এবং নিজেদের চাহিদার প্রতিনিধিত্ব করা ও অধিকার আদায়ে শ্রমিকদের সক্ষমতা গড়ে তোলা।

ইটিআই হলো সামাজিক সংলাপ (এসডি) কর্মসূচির সূচনাকারী একটি সহযোগিতামূলক উদ্যোগের অংশ, যা তৈরি পোশাক (আরএমজি) খাতের বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইনের কর্মস্থল-ভিত্তিক সমাধানগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য নিম্ন আয়ের শ্রমিকদের ক্ষমতায়ন করে থাকে। এসব কার্যক্রমের লক্ষ্য হলো শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মধ্যে সংলাপে উন্নতি ঘটানো এবং নিজেদের চাহিদার প্রতিনিধিত্ব করা ও অধিকার আদায়ে শ্রমিকদের সক্ষমতা গড়ে তোলা।

বাংলাদেশে তৈরি পোশাক খাতে প্রায় ৪৫ লক্ষ মানুষ কর্মরত, যার ৬০% নারী। এই খাতের বিকাশ ৩৬ লক্ষ নারীর জন্য সমাজে একটি নতুন উৎপাদনশীল ভূমিকা পালনের প্ল্যাটফর্ম গড়ে দিয়ে নিম্ন-আয়ের পরিবারগুলোর জন্য বাড়তি আয়ের পথ করে দিয়েছে। এই খাত দেশের জিডিপি'র ১০% এর বেশি আয় করে এবং বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের ক্ষেত্রে ৮৪% অবদান রাখে। এর আকার ও প্রভাব বিবেচনায় শ্রমিক অধিকারের প্রতি সম্মান এবং খাতটির টেকসই সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে সুস্থ শিল্প-সম্পর্ক উৎসাহিত করা অপরিহার্য।

শ্রমিক ও কারখানার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মধ্যে সংলাপের সংস্কৃতি গড়ে তোলা এবং তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকদের অধিকার সংক্রান্ত সাধারণ কিছু সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নত শিল্প-সম্পর্ক গড়ে তোলা সহজতর করতে ইটিআই বাংলাদেশ ঢাকার ৭৭টি তৈরি পোশাক কারখানায় সক্ষমতা গড়ে তোলার কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ইউকেএইড ডিরেক্ট, নোরাড, এইচএসবিসি এবং ডানিডা এই কার্যক্রমে অর্থায়ন করেছে। এই কার্যক্রমের মধ্যে অংশগ্রহণকারী কমিটি (পিসি) গঠন এবং প্রত্যেক কারখানায় অংশগ্রহণকারী কমিটির প্রতিনিধিদের গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত হওয়ার প্রক্রিয়ায় সহায়তা করা হয়েছে। একই সাথে সুপারভাইজার, অংশগ্রহণকারী কমিটির শ্রমিক প্রতিনিধিদের এবং, বিশেষ করে, নারী শ্রমিক প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী কমিটির অর্জিত অগ্রগতিতে সহায়তা ও পর্যবেক্ষণ করার জন্য অংশগ্রহণ কমিটি সভার একটি কার্যবিবরণী ছক প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সংলাপের মাধ্যমে শ্রমিকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে দেনদরবার ও সমস্যা নিষ্পত্তি করার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী কমিটির সক্ষমতার উন্নতি ঘটেছে কিনা তা মূল্যায়ন করতে, এবং কারখানার অংশগ্রহণকারী কমিটিগুলোর মধ্যে গুণগত কোনো পার্থক্য রয়েছে কিনা অথবা কেন রয়েছে তা মূল্যায়ন করতে পরামর্শকদের একটি দল ২৮টি অংশগ্রহণকারী কারখানার ২০১৯ সালের জুন থেকে ২০২১ সালের জুন পর্যন্ত দুই বছরের ২৪৯টি সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা করেছে।

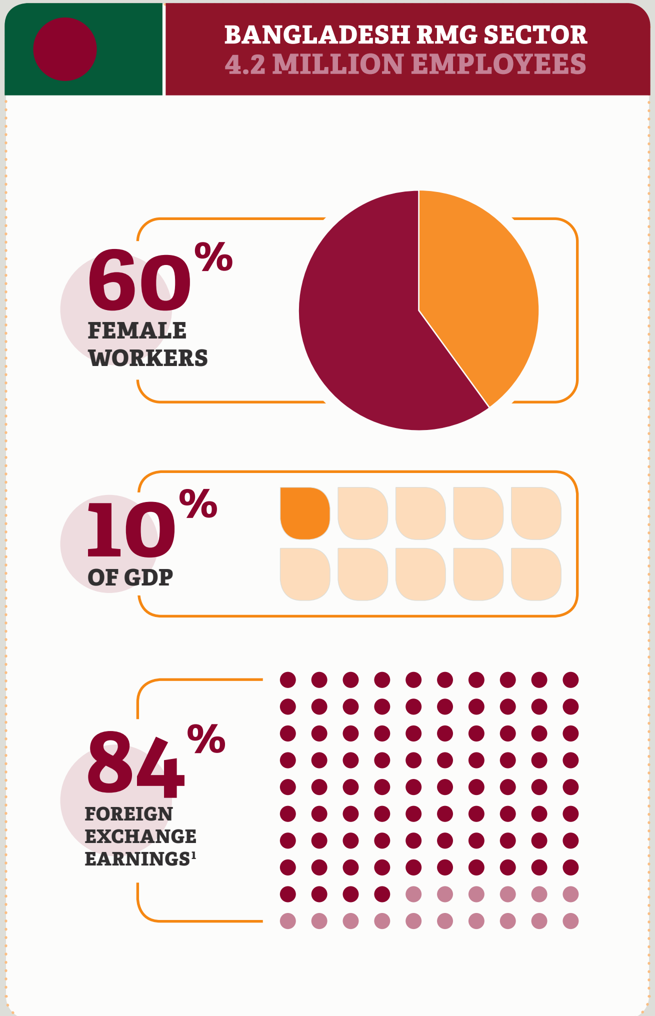

[1] Islam, M.S. Ready-made garments exports earning and its contribution to economic growth in Bangladesh. GeoJournal (2020). https://doi.org/10.1007/s10708-019-10131-0

গবেষণা পদ্ধতি

তথ্য বিনিময়, উত্থাপিত সমস্যা এবং শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলো তুলে ধরার মাধ্যমে, সভার কার্যবিবরণী যেকোনো কর্মস্থলের সামাজিক সংলাপের মানের চিত্র তুলে ধরতে পারে। ২০২১ সালের জানুয়ারিতে, ইটিআই তার সামাজিক সংলাপ কর্মসূচির অংশ হিসেবে একটি নতুন "আদর্শ" কার্যবিবরণী ছক চালু করে। একটি নির্দিষ্ট কাঠামো প্রদানের মাধ্যমে, নতুন ছকটির লক্ষ্য ছিল পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণীগুলোর ছকের বৈশিষ্ট্য, ধারাবাহিকতার অভাব বা তথ্যের অভাব দূর করা, যা কারখানাগুলোর মধ্যে সামাজিক সংলাপ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াসমূহ পর্যবেক্ষণের কাজকে বাধাগ্রস্ত করছিল। ইটিআই'র সুপারিশকৃত ছক ব্যবহার করে লিখিত সভার কার্যবিবরণীর পাশাপাশি পূর্বের ছকের সভার কার্যবিবরণীগুলোর একটি তুলনামূলক পর্যালোচনার ভিত্তিতে এই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই বিশ্লেষণের জন্য কোনো সাক্ষাতকার বা জরিপ পরিচালনা করা হয়নি; তবে স্থানীয় প্রেক্ষাপট বোঝার বিষয়টি নিশ্চিত করতে ইটিআই বাংলাদেশের পরামর্শ নেওয়া হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য ফলাফল

সামাজিক সংলাপের সহায়ক অনুশীলনগুলো গ্রহণের জন্য কারখানাগুলো রাজি আছে।

96.4%

OF PARTICIPATING FACTORIES ADOPTED ETI'S NEW MM TEMPLATE

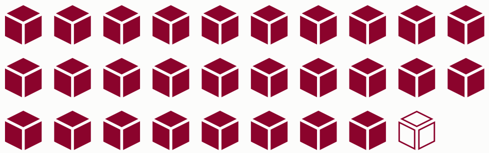

পাঁচ মাসের কম সময়ের মধ্যে, ২৮টি অংশগ্রহণকারী কারখানার মধ্যে ২৭টি ইটিআই এর নতুন কার্যবিবরণী ছক গ্রহণ করেছে। যদিও বিশ্লেষণে দেখা যায় যে এই কারখানাগুলোর মধ্যে মাত্র দশটি কারখানা এই ছক সঠিকভাবে ব্যবহার করছে, অধিকাংশ কারখানার অল্পসময়ের মধ্যে ও দৃঢ়তার সাথে এটি গ্রহণ করাটা সামাজিক সংলাপ সহজতর করার জন্য প্রচলিত রীতি পরিবর্তন করে নতুন উপায় অবলম্বন করার ইচ্ছা নির্দেশ করে। এই ছক ব্যবহারের সামগ্রিক প্রক্রিয়া এখনো বুঝে উঠতে না পারা ১৭টি কারখানার অধিকতর প্রশিক্ষণ প্রদান করলে তারা উপকৃত হবে। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণটি অনলাইনে না হয়ে সরাসরি প্রদান করলে ভালো হবে।

একটি নির্দিষ্ট কার্যবিবরণী ছক ব্যবহার সামাজিক সংলাপের অধিকতর স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরে।

60%

REVEAL CLEAR IMPROVEMENT

51%

ISSUES BEEN RESOLVED

পুরোনো ছক ব্যবহার করে লেখা সভার কার্যবিবরণী সমস্যা সমাধান সম্পর্কিত বিবরণ পরিপূর্ণভাবে ধারণ করতে ব্যর্থ হয়। সরবরাহকারী কারখানাগুলোতে উত্থাপিত সমস্যাবলী তদারকির ক্ষেত্রে আগে যে অসুবিধা ছিল সে সম্পর্কে ইটিআই ও সদস্য ব্র্যান্ডগুলো উভয়েই উদ্বিগ্ন ছিলো। অংশগ্রহণকারী কারখানাগুলোর অর্ধেকের বেশি অংশের (৬০%) নতুন ছক ব্যবহার করে তৈরি সভার কার্যবিবরণীতে সুস্পষ্ট উন্নতি দেখা গেছে। নতুন কার্যবিবরণীতে সমস্যা সম্পর্কিত বিবরণের মধ্যে সম্পন্ন হওয়া আলোচনার সারসংক্ষেপ থাকে, সমস্যার অবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়, এবং/অথবা কী সমাধানে পৌঁছানো হয়েছে তার উল্লেখ থাকে। এসব কার্যবিবরণী বিশ্লেষণে আরো দেখা যায় যে সমস্যাবলীর অর্ধেকের বেশি (৫১%) সমাধান করা হয়েছে। নতুন ছকে লিখিত কার্যবিবরণী যেহেতু আলোচিত সমস্যাগুলো তদারক করার ক্ষেত্রে সক্ষমতা তৈরি করে, সেহেতু সমস্যা সমাধানের হারও হয়তো বাড়ায়।

উল্লেখযোগ্য ফলাফল

১৬টি কারখানার অধিকাংশ সমস্যা উত্থাপন করা হয়েছে এবং সেগুলো সমাধান করা হয়েছে।

সভার কার্যবিবরণী বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে ১৬টি কারখানাতে উত্থাপিত সমস্যাবলীর মধ্যে ৯৫% এর বেশি সফলভাবে সমাধান করা হয়েছে। সেই সময়কালের মধ্যে ধারণ করা সকল সমস্যার প্রায় ৭০% (৩৬৮টির মধ্যে ২৫৭টি) একই গ্রুপের মালিকানাধীন কারখানা থেকে উত্থাপিত হয়েছে। এসব কারখানায় সামাজিক সংলাপ অধিক কার্যকর হয়েছে বলে ধারণা করা যায়। এই সম্ভাবনা আরো বেশি মনে হয় যখন আমরা বিবেচনায় নিই যে এই ১৬টি কারখানা শ্রমিকদের অংশগ্রহণ কমিটির প্রশিক্ষণ প্রথম সম্পন্ন করেছিল; সেকারণে অন্য ১২টি কারখানার তুলনায় সামাজিক সংলাপ অনুশীলন করার জন্য বেশি সময় পেয়ে উপকৃত হয়েছে।

পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কারখানাগুলো সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত ভালো করছে।

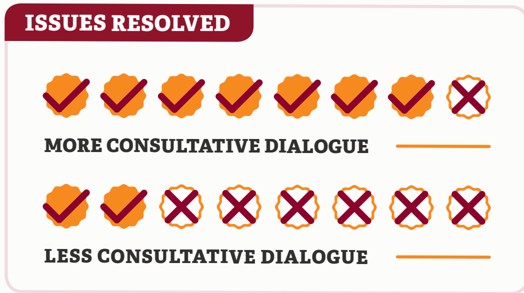

সভার কার্যবিবরণী বিশ্লেষণ থেকে তিনটি সংলাপ প্রক্রিয়া চিহ্নিত করা হয়েছে যেগুলো বিভিন্ন কারখানার অংশগ্রহণকারী কমিটি সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবহার করেছে। এই তিনটি প্রক্রিয়া হচ্ছে - অধিকতর পরামর্শমূলক সংলাপের প্রবণতা; অপেক্ষাকৃত কম পরামর্শমূলক সংলাপের প্রবণতা; সমানভাবে উভয় ধরনের সংলাপের প্রবণতা। অধিকাংশ সমস্যা উত্থাপন ও সমাধান করা কারখানাগুলো “অধিকতর পরামর্শমূলক” সংলাপ প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছিল অন্যদিকে “অপেক্ষাকৃত কম পরামর্শমূলক” সংলাপ গ্রহণ করা কারখানাগুলো অংশগ্রহণকারী কমিটির বৈঠকে নিয়ে আসা সব সমস্যার এক চতুর্থাংশ সমাধান করতে পেরেছে। আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে, যেসব কারখানায় সমাধান সম্পর্কে পরামর্শ করার সম্ভাবনা বেশি থাকে, সেখানে শ্রমিকরা সমস্যার কথা উত্থাপন করতে বেশি উৎসাহ বোধ করে।

উল্লেখযোগ্য ফলাফল

শ্রমিকদের মূল উদ্বেগগুলো একই রয়ে গেছে, সভায় একই ধরনের সমস্যা বারবার আলোচনা হয়।

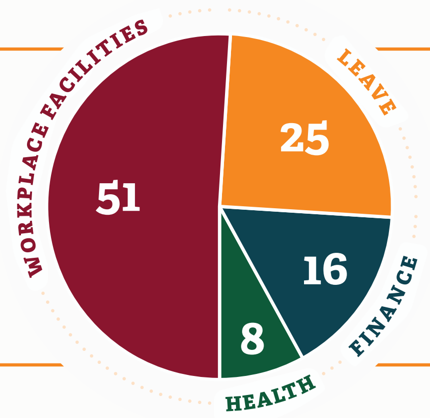

বিভিন্ন সভার কার্যবিবরণীতে শ্রমিকরা একই ধরনের উদ্বেগের কথা জানাচ্ছেন: উত্থাপিত সমস্যাবলীর অর্ধেকের বেশি (৫১%) কর্মস্থলের সুবিধা সম্পর্কিত, আর এক-চতুর্থাংশ (২৫%) হলো ছুটি সম্পর্কিত। অন্যান্য সমস্যার মধ্যে কোভিড-১৯ এর সময়ে আর্থিক (১৬%) ও স্বাস্থ্য (৮%) সমস্যা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এসব উদ্বেগ থেকে যাওয়া এবং মৌলিক অধিকারের সাথে সম্পর্কিত সমস্যাগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটা, সমস্যা সমাধানের কার্যকারিতা ও স্থায়িত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

শ্রমিক প্রতিনিধিদের দ্বারা উত্থাপিত সমস্যাবলীর গড় সংখ্যা অনেক কম।

61% ⚠ ⚠ ⚠

AVERAGE 1 TO 3 ISSUES

29% ⚠

AVERAGE LESS THAN 1

সভার কার্যবিবরণী বিশ্লেষণ থেকে এটি সুস্পষ্ট যে অংশগ্রহণকারী কমিটি শ্রমিক প্রতিনিধিদের দ্বারা উত্থাপিত অনন্য সমস্যার গড় সংখ্যা প্রতি অংশগ্রহণকারী কমিটির সভায় দুইটির চেয়ে কম। তবে একথা বলতে হয় যে, প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী কমিটির সভায় উত্থাপিত মোট সমস্যার সংখ্যাও অনেক কম। শুধু একটি কারখানায় অংশগ্রহণকারী কমিটির প্রতি সভায় গড়ে পাঁচটির বেশি সমস্যা উত্থাপন করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারী কারখানাগুলোর অর্ধেকের বেশিতে (৬১%) প্রতি সভায় গড়ে ১-৩টি সমস্যা উত্থাপিত হয়েছে, যেখানে প্রায় এক তৃতীয়াংশে (২৯%) একটির কম সমস্যা উত্থাপিত হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য ফলাফল

বেশি সংখ্যক সমস্যা উত্থাপনকারী কারখানাগুলোতে নারী শ্রমিক সম্পর্কিত সমস্যাবলী উত্থাপনের সম্ভাবনা বেশি থাকে।

পর্যালোচনাকৃত সভার কার্যবিবরণীগুলো থেকে দেখা যায় যে ১২টি কারখানা সুনির্দিষ্টভাবে নারী শ্রমিকদের কথা উল্লেখ করে ১৫টি সমস্যা উত্থাপন করেছে। উত্থাপিত সমস্যাবলীর ধরনের মধ্যে কোনো পার্থক্য পাওয়া যায়নি - সবগুলোই কর্মস্থলের সুবিধা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ছিল। তবে, উক্ত সমস্যাবলী উত্থাপনকারী ১২টি কারখানা নথিবদ্ধ সমস্যাবলীর প্রায় অর্ধেক সংখ্যক (৩৬৮টির মধ্যে ১৬৭টি) উত্থাপন করেছে। সম্ভবত অধিক সংখ্যক সমস্যার কথা উত্থাপনকারী কারখানাগুলো নারী শ্রমিকদের উপর প্রভাব ফেলে এমন সমস্যার কথা সামনে নিয়ে আসা ও আলোচনা করার মতো উন্মুক্ত মানসিকতা রাখে।

অংশগ্রহণকারী কমিটির নারী সদস্যরা সামাজিক সংলাপে সক্রিয় ভূমিকা রাখছেন।

46% OF ISSUES RAISED BY WOMEN PCWRs IN 10 FACTORIES

PARTICIPATION COMMITEE BREAKDOWN ACROSS 28 FACTORIES

57% MALE | 43% FEMALE

সভার কার্যবিবরণীগুলো থেকে দেখা যায় যে ২৮টি কারখানার সবগুলোতে অংশগ্রহণকারী কমিটির মধ্যে শক্তিশালী জেন্ডার-ভারসাম্য রয়েছে (নারী ৪৩%, পুরুষ ৫৭%)। এই সময়ের মধ্যে এসব কারখানায় উত্থাপিত সমস্যাবলীর প্রায় অর্ধেক (৪৬%) সম্পর্কে ১০টি কারখানার অংশগ্রহণকারী কমিটির নারী সদস্যরা উথথাপন করেছেন। এই কর্মসূচি থেকে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ নারী শ্রমিকদের অংশগ্রহণকারী কমিটির নির্বাচনে অংশ নিতে উৎসাহিত করে থাকতে পারে এবং সমস্যা সম্পর্কে আওয়াজ তোলার জন্য তাদের দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাসও বৃদ্ধি করে থাকতে পারে।

উপসংহার/ সুপারিশ

এটি স্পষ্ট যে অংশগ্রহণকারী কারখানাগুলো এই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সামাজিক সংলাপ সহজতর করার ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জন করেছে।

এখন ৭৭টির বেশি কারখানা অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠন করেছে, যা একটি নির্দিষ্ট কাঠামো তৈরি করে শ্রমিক ও সুপারভাইজার কর্তৃক সমস্যার কথা উত্থাপন ও উদ্বেগ সম্পর্কে জানানো সহজ করেছে। যেখানে প্রথমদিকে অংশগ্রহণকারী কমিটির মধ্যে সমস্যা সমাধানের হদিশ রাখা কঠিন ছিল, সেখানে একটি নতুন ছক বাস্তবায়ন এবং অংশগ্রহণকারী কমিটির সদস্যদের ও সুপারভাইজারদের প্রশিক্ষণ দেয়ার ফলে কিছু সংখ্যক অংশগ্রহণকারী কমিটির সভার কার্যবিবরণী থেকে অধিকতর সুস্পষ্ট বিবরণ পেতে দেখা গেছে, যা থেকে ইটিআই ও ব্র্যান্ডগুলো সমস্যার অগ্রগতি তদারকি করতে পারে। সবগুলো অংশগ্রহণকারী কমিটি সামাজিক সংলাপের মাধ্যমে কার্যকরভাবে শ্রমিকদের সমস্যা উত্থাপন, হদিশ রাখা ও সমাধান করতে পারার আগে আরো কাজ বাকি রয়ে গেছে।

আমাদের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে কারখানার অংশগ্রহণকারী কমিটিগুলোকে সামনে এগিয়ে নেয়ার জন্য নিচে কিছু সুপারিশ করা হলো:

1

প্রতিষ্ঠিত বা সম্ভাব্য সকল অংশগ্রহণকারী কমিটি প্রতিনিধিদের অধিকতর সক্ষমতা গড়ে তুলতে হবে এবং প্রশিক্ষণ দিতে হবে। প্রশিক্ষণে যে বিষয়গুলো থাকতে হবে:

- সভার কার্যবিবরণীতে সমস্যার বিবরণ কিভাবে ধারণ ও লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং উত্থাপিত সমস্যা রেকর্ড, হদিশ রাখা ও সমাধান করার জন্য কিভাবে একটি ছক ব্যবহার করতে হবে।
- অংশগ্রহণকারী কমিটির মধ্যে প্রাসঙ্গিক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ সমস্যাসমূহ উত্থাপন করার গুরুত্বসহ অংশগ্রহণকারী কমিটির প্রতিনিধিদের ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ।
- গণতান্ত্রিক সামাজিক সংলাপ সহজতর করা এবং এতে অংশগ্রহণ করা।

2

কারখানাগুলোকে টেকসই সমাধান তৈরির ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী কমিটি ব্যবস্থা কাজে লাগাতে সাহায্য করার জন্য অংশগ্রহণকারী কমিটিগুলোতে বারবার উত্থাপিত সমস্যাগুলোর অধিকতর বিশ্লেষণ ও সেগুলোর

3

সমস্যা সমাধানে দক্ষতার বিষয়ে কারখানা, ব্র্যান্ডসমূহ ও ইটিআই এর দ্বারা নিয়মিত তদারকির ব্যবস্থা করতে হবে যাতে যেসব কারখানায় সমস্যা সমাধারে হার কম সেগুলো কাঙ্খিত অগ্রগতি সাধন করতে পারে।

4

এই খাতে জেন্ডার-সমতা আরো সহজতর করতে নারী শ্রমিকদের অংশগ্রহণকারী কমিটির সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণের জন্য অব্যাহত ক্ষমতায়ন এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

জয়েন্ট এথিক্যাল ট্রেডিং ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশ

Ethical Trading Initiative

UKaid from the British people